প্রশ্ন 1. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো : চিনের কমিউনিস্ট পার্টির গঠন *(Composition of the Communist Party of China)*।

উত্তর

▶ চিনের কমিউনিস্ট পার্টির গঠন-কাঠামোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—① কেন্দ্রীয় সংগঠন, ② আঞ্চলিক সংগঠন, ③ প্রাথমিক সংগঠন।

1 কেন্দ্রীয় সংগঠন :

① **পার্টির জাতীয় কংগ্রেস :** চিনের কেন্দ্রীয় সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে পার্টির জাতীয় কংগ্রেস (The National Congress of the Party)।

সাধারণত প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করে থাকে। পার্টি কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ও কার্যাবলি হল—পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ পরীক্ষা করা, কেন্দ্রীয় শৃঙ্খলা পরিদর্শন কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ ও পরীক্ষা করা, পার্টি-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পার্টির সংবিধান সংশোধন করা, কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন করা, কেন্দ্রীয় শৃঙ্খলা পরিদর্শন কমিশনের সদস্যদের নির্বাচন করা।

Scanned with CamScanner

② **কেন্দ্রীয় কমিটি :** কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির স্থায়ী সংস্থারূপে কাজ করে। বিপুলায়তন বিশিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন সাধারণত পাঁচ বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয়, এতে দলের যাবতীয় কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় কংগ্রেসের অধিবেশনের ফাঁকে পার্টির কাজকর্মের দায়িত্ব পালন করে কেন্দ্রীয় কমিটি। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা পার্টির জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। দুধরনের সদস্য থাকেন—(i) নিয়মিত বা পূর্ণ সদস্য, (ii) বিকল্প সদস্য।

③ **পলিটব্যুরো :** কেন্দ্রীয় কমিটির বিশালাকৃতি ও অনিয়মিত অধিবেশনের কারণে পলিটব্যুরো গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে পলিটব্যুরোর সদস্যরা নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় কমিটির মতো পলিটব্যুরোতেও নিয়মিত বা পূর্ণ এবং বিকল্প সদস্য রয়েছেন। পলিটব্যুরোর সঙ্গে একটি স্থায়ী কমিটি যুক্ত আছে। সাধারণত পাঁচ জন থেকে ন'জন সদস্য নিয়ে এই স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।

④ **সম্পাদকমণ্ডলী :** কেন্দ্রীয় কমিটির দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়। সাধারণত পাঁচজন সদস্য নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে নির্বাচিত করে কেন্দ্রীয় কমিটি।

⑤ **সামরিক কমিশন :** কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সামরিক কমিশন। সামরিক কমিশনের সভাপতি পলিটব্যুরোর স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে গণমুক্তি ফৌজের সঙ্গে পার্টি সংগঠনগুলিকে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। এরা সেনাবাহিনীর মধ্যে পার্টির রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা করে।

⑥ **পার্টির শৃঙ্খলা পরিদর্শন কমিশন :** পার্টির সদস্যরা যাতে নিয়মশৃঙ্খলা যথাযথভাবে মেনে চলেন তা দেখাশোনার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে পার্টির শৃঙ্খলা পরিদর্শন কমিশন গঠন করা হয়। পার্টির কোনো সদস্য নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতাও কমিশনের রয়েছে।

2 **আঞ্চলিক সংগঠন :** পার্টির আঞ্চলিক সংগঠনগুলি প্রদেশ, স্বয়ংশাসিত অঞ্চল, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন পৌরাঞ্চল এবং জেলায় কাজ করে। আঞ্চলিক পার্টির কংগ্রেস প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একবার অনুষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে কাউন্টি, স্বয়ংশাসিত কাউন্টি, জেলায় বিভক্ত নয় এমন নগর বা পৌর জেলাগুলিতে পার্টি কংগ্রেস পাঁচ বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক পার্টি কংগ্রেসে সংশ্লিষ্ট পার্টি কমিটিগুলি নির্বাচিত হয়। আঞ্চলিক পার্টি কমিটিগুলির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বছরে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হয়। এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আঞ্চলিক পার্টি কমিটিগুলি নিজেদের স্থায়ী, কমিটি, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকদের নির্বাচন করে।

3 **পার্টির প্রাথমিক সংগঠন :** পার্টির প্রাথমিক সংগঠনগুলি কারখানা, দোকান, গ্রামাঞ্চল, সরকারি দফতর, বিদ্যালয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গণসংগঠন এবং গণমুক্তি ফৌজের কোম্পানি প্রভৃতিতে কাজ করে। সাধারণত পার্টির তিনজন বা তার বেশি পূর্ণ সদস্য এগুলিতে যুক্ত থাকেন পার্টির প্রাথমিক সংগঠনগুলি তাঁরা গড়ে তোলেন। পার্টির প্রাথমিক সংগঠনগুলিতে পার্টির কাজকর্ম প্রাথমিক পার্টি কমিটি ও সাধারণ পার্টি শাখা কমিটি দেখাশোনার জন্য গঠন করা হয়।

পার্টির প্রাথমিক সংগঠনগুলি সমাজের প্রাথমিক ইউনিটগুলিতে পার্টির সংগ্রামের প্রধান দুর্গ হিসেবে কাজ

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন **2.** চিনের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো। ***(Write a short note on the role of the Communist Party of China.)***

উত্তর

গণসাধারণতন্ত্রী চিনে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক সব ক্ষেত্রেই চিনা কমিউনিস্ট দলের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। চিনের রূপকার মাও জে দঙ বলেছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোনো

Scanned with CamScanner

রাজনৈতিক দল চিনের দুই মহান গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজে সমপর্যায়ের নয়। বর্তমানের চিনা সংবিধানের প্রস্তাবনায় কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাবতীয় সফলতা কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক ও সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলেই সম্ভব হয়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ চিনা কমিউনিস্ট পার্টির যোগ্য নেতৃত্বের কারণেই সম্ভবপর হয়েছে। চিনের কনিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্টে চিনা বৈশিষ্ট্য সমন্বিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে পার্টির লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এই উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার জন্য চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে 'সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি' (Socialistic Market Economy) গড়ে তুলতে পার্টির আত্মনিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। চিনা কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান কর্মসূচিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে কয়েকটি নীতি গৃহীত হয়েছে। জাতীয় ক্ষেত্রে যেসব নীতি গৃহীত হয়েছে সেগুলি হল চিনের সমস্ত জাতিকে সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের পথে পরিচালিত করা, উন্নত বৈষয়িক সভ্যতার সঙ্গে উন্নত সমাজতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক সভ্যতা গঠনে জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়া, সমাজতান্ত্রিক আইনকে পুরোপুরি কার্যকর করা এবং জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে মজবুত করতে জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়া প্রভৃতি। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত নীতিগুলি হল—① সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের বিশ্বাসী চিনা কমিউনিস্ট পার্টির কাজ হবে সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বশান্তি ও মানবপ্রগতির স্বার্থে সব দেশের শ্রমজীবী মানুষ, নিপীড়িত জাতি ও জনগণের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা করা। ② অন্যান্য দেশের সঙ্গে পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে চিনের সম্পর্ক স্থাপন করা। ③ অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ওয়ার্কার্স পার্টির সঙ্গে মার্কসবাদ, পারস্পরিক মর্যাদা, স্বাধীনতা, সমতা এবং অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার ভিত্তিতে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা।

Scanned with CamScanner